দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 22 AUG 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ... ...

63

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন চাই

নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২-৮৭ সালের জন্য নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন ১৯৮২ সালে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতি ঘোষণা করতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিনে, ১৯৪৭ সাল হতে যতগুলো শিক্ষা কমিশন কমিটি এবং পরিষদ রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে সকলের সুপারিশগুলো তখনকার শিক্ষানীতিতে বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক কমিটির রিপোর্টের সুপারিশসমূহ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

প্রথম শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক আরবী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হতে বাধ্যতামূলক ইংরেজীসহ চার স্তরের নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করতে গিয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন সত্যিকার অর্থে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা দানই নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য। ১৯৮৭ সালের শেষে দেশে শতকরা ৫০ ভাগ লোক শিক্ষিত হবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই হারে কি শিক্ষিতের হার বেড়েছে? যে চারটি স্তরে শিক্ষা ভাগ করা হয়েছে তা হলো ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রস্তুতি স্তর। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর এবং এর পর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার স্তর। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে বিনা বেতনে অথবা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সেই সব প্রকল্প কি আজও বাস্তবায়িত হয়েছে?

নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল পল্লী অঞ্চলের স্কুলসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন। যা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে শ্লথ গতিতে। শিল্প ক্ষেত্রে সরকার বিকেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক স্কুলের প্রশাসন স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হবে। তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশুনার উৎসাহ দেবার জন্য সরকার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিবছর বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করার নীতি প্রণয়ন করেছেন। এক শ্রেণীর লোক এই মহৎ উদ্দেশ্যকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সরকারের সৎ ইচ্ছাকে কোন কোন মহল ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। দেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে সকল মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা থাকা উচিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা ভাল কাজের উৎসাহ দাও, আর মন্দ কাজের প্রতিরোধ কর। এই কথা অনেকেই মানে না। দেশ সকলের। দেশ চিরকালই থাকবে। পরিবর্তন হবে শুধু প্রশাসকদের। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এটাই আমরা আশা করি। পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংস্কারের লক্ষ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। শিক্ষানীতি এরূপ হওয়া দরকার যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা লাভের পর বেকার না থাকে। তারা বেকার থাকলেই হৈ চৈ শুরু করে এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তথা ছাত্রও অপরাধজনক কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবে ফলপ্রসূ হোক এই কামনা করি।

—এম, এ, শহীদ।